



33694 - ইসলামে নামাযের মর্যাদা

প্রশ্ন

আশা করি আপনারা ইসলাম ধর্মে নামাযের মর্যাদা পরস্কারভাবে বর্ণনা করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামে রয়েছে নামাযের অনেকে বড় মর্যাদা। অন্য কোন ইবাদত এই মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি। নমিনকোক্ত বিষয়গুলো এটি প্রমাণ করে:

এক: নামায ইসলামের মূলস্বত্মভ; যা ছাড়া ইসলাম দণ্ডয়মান হতে পারে না।

মুয়ায বনি জাবাল (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমি কী তোমাকে ধর্মে মস্তক, মূলস্বত্মভ ও শীর্ষচূড়া সম্পর্কে অবহতি করব না? আমি বললাম: অবশ্যই; হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: ধর্মে মস্তক হলো ইসলাম। মূলস্বত্মভ হলো: নামায এবং শীর্ষচূড়া হলো জহাদ...” [সুনানে তরিমযি (২৬১৬), আলবানী ‘সহিহুত তরিমযি’ গ্রন্থে (২১১০) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

দুই: দুই সাক্ষ্যবাহীর পরই নামাযের স্থান; যাতে করে সটে আকদির শুদ্ধতা ও সঠিকতার প্রমাণ হয় এবং অন্তরে যা স্থান করে নিয়েছে ও সত্যায়ন করেছে সটোর দলিল হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ইসলাম পাঁচটি স্বত্মভের উপর নির্মিত: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া) এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (মুহাম্মাদ আল্লাহর দাস ও বার্তাবাহক) এই সাক্ষ্য দয়া; নামায কায়মে করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।” [সহিহ বুখারী (৮) ও সহিহ মুসলিম (১৬)]

নামায কায়মে মানতে: পরপূর্ণভাবে সকল কথা ও কাজসহ নির্দিষ্ট সময়মত নামায আদায় করা; যমেনটি কুরআনে কারীমে এসেছে আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় সময়মত নামায আদায় করা মুমনিদের উপর ফরযকৃত”।

তনি: নামায ফরয হওয়ার স্থানরে কারণে অন্য সকল ইবাদতরে উপর নামাযের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।



এই নামাযেরে বধিান নযি়ে কোন ফরেশেতা পৃথবীতে নাযলি হননি। কনিতু আল্লাহ্ চয়েছেনে তাঁর রাসূলকো আসমানে উর্ধ্ব গমন করাতো এবং তিনিহি সরাসরি নামাযেরে ফরযয়িতরে বধিয়ে সম্বোধন করতো। এটি অন্যসব শরয়ি বধিান থেকে নামাযেরে বশিষেত্ব।

নামাযকো মরোজেরে রাতো হজিরতরে তিনি বছর আগো ফরজ করা হয়ছেো।

প্রথমো পঁশ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়ছেলি। পরো সটোকো শখিলি করে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়ছেো। তবে পঁশ্চাশ ওয়াক্তরে সওয়াব বলবৎ আছো। এটি নামায আল্লাহ্র প্রয়ি হওয়া এবং নামাযেরে মহান মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

চার: নামাযেরে মাধ্যমো আল্লাহ্ পাপরাশি ক্షমা করনে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছো যো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: বকররে হাদসিে এসছেো যো, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকো বলতো শুনছেনো তিনি বলনে: “যদি তোমাদরে কারো দরজায় একটিনিহর থাকো এবং সো এ নিহর থেকে প্রতদিনি পাঁচবার গোসল করো; তার গায়ো কী কোন ময়লা থাকবো; তোমাদরে কী মনো হয়? সাহাবীরা বলল: কোন ময়লা থাকবো না। তিনি বললনে: এটাই হলো নামাযেরে উপমা। নামাযগুলোর মাধ্যমো আল্লাহ্ পাপরাশি ক্షমা করনে।” [সহি বুখারী (৫২৮) ও সহি মুসলমি (৬৬৭)]

পাঁচ: দ্বীনরে সর্বশষে যো জনিসিটি হারয়িে যাবো সটোই হলো নামায। যখন নামায হারয়িে যাবো তখন গোটা দ্বীনই হারয়িে যাবো...।

জাবরে বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনো: “মুমনি ব্যক্তি এবং শরিক-কুফররে মাঝে পার্থক্য নির্ধারণকারী হছো- নামায বর্জন।” [সহি মুসলমি (৮২)]

তাই একজন মুসলমিরে উচিত যথাসময়ো নামায আদায়ো সচেষ্ট হওয়া। অলসতা না করা এবং ভুলো না-থাকা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “অতএব, দুর্ভাগে সোই নামাযীদেরে জন্য যারা তাদের নামায আদায়রে ব্যাপারে অমনোযোগী।” [সূরা মাউন, আয়াত: ৪-৫]

যো ব্যক্তি নামায নষ্ট করে তাকো ধমক দতিে গয়িে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “কনিতু তাদেরে পরো এমন এক প্রজন্ম এল যারা নামায নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতএব অচরিইে তারা عَصِي (কষতগিরস্ততা) এর সম্মুখীন হবো।” [সূরা মারয়াম, আয়াত: ৫৯]

ছয়: কয়ামতরে দিনি সর্বপ্রথম বান্দার নামাযেরে হিসাব নয়ো হবো...।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকো বলতো শুনছি: “নিশ্চয়



কিয়ামতের দিনি বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম যে আমলরে হিসাব নয়ো হবে সেটো হচ্ছে- নামায। যদি নামায ঠিকি থাকে তাহলে সে উত্তীর্ণ ও সফলকাম হবে। আর যদি নামায ঠিকি না থাকে তাহলে সে ব্যর্থ ও বফিল হবে। যদি তার ফরয নামাযে কিছু ঘাটতি থাকে; তখন রব্ব বলবনে: দেখে; আমার বান্দার কোনে নফল আমল আছে কি? থাকলে সেটো দিয়ে ফরযরে ঘাটতি পূরণ করা হবে। এভাবে তার বাকী আমলগুলোরও হিসাব নয়ো হবে। [সুনানে তরিমযি (৪১৩), সহহিল জামে (২৫৭৩)]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেনে আমাদরেকে তাঁর যিকরি, তাঁর কৃতজ্ঞতা ও উত্তম ইবাদত পালনে সাহায্য করনে।

তথ্যসূত্র: ড. আত-তায়্যাররে রচতি 'কতিবুস সালাহ' (পৃষ্ঠা-১৬) এবং আল-বাসসামরে রচতি 'তাওয়হিল আহকাম' (১/৩৭১) এবং বালুশরি রচতি 'মাশরুইয়্যাতুস সালাহ' (পৃষ্ঠা-৩১)]